বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৩-২০১৪

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন

এমআইএস বিভাগ

চিনিশিল্প ভবন, ৩ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

www.bsfic.gov.bd **email:** cbsfic@gmail.com

২৬/০৭/২০১৭

২০১৩-২০১৪

চেয়ারম্যান	১. জনাব মাহমুদউল হক ভূঁইয়া ০১-০৮-২০১১ হতে ২৩-১২-২০১৪
পরিচালক (অর্থ)	১.জনাব এ.কে.এম.দেলোয়ার হোসেন ১৮-১২-২০০৬ হতে অদ্যাবধি
পরিচালক (উৎপাদন ও প্রকৌশল)	১. জনাব প্রকৌ: মোঃ আমিনুল হক ০৫-০৯-২০১১ হতে ১৯-০৫-২০১৩ পর্যন্ত ২. জনাব মোঃ আবুল কাসেম ১৯-০৪-২০১৩ হতে ৩০-০৪-২০১৪ পর্যন্ত ৩. জনাব মোঃ আমিনুল হক ২৯-০৫-২০১৪ হতে ১২-০৮-২০১৪
পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	১ . জনাব মোঃ আবুল কাসেম ১৬-০১-২০১২ হতে ১৮-০৫-২০১৩ পর্যন্ত ২. জনাব প্রকৌ: মোঃ আমিনুল হক ২২-০৫-২০১৩ হতে ১১-০৮-২০১৪ পর্যন্ত ৩. জনাব বিকাশ চন্দ্র সাহা ১১-০৮-২০১৪ হতে অদ্যাবধি
পরিচালক (বাণিজ্যিক)	১. জনাব প্রকৌ: জ্যোতিস্ময় বড়ুয়া ২৭-১০-২০১১ হতে ১৬-০১-২০১২ পর্যন্ত (চলতি দায়িত্বে) ২. জনাব প্রকৌ: জ্যোতিস্ময় বড়ুয়া ১৬-০১-২০১১ হতে ০৮-০৬-২০১৪ পর্যন্ত
পরিচালক(ইক্ষু উন্নয়ণ ও গবেষণা)	১ . জনাব মোঃ ইয়াহিয়া মিয়া ২৭-১০-২০১১ হতে ২৫-১০-২০১২ পর্যন্ত ২. জনাব মোঃ আজিজুর রহমান ৩১-১২-২০১২ হতে ২৩-১১-২০১৫ পর্যন্ত
সচিব	১. জনাব এ এস এম আবদার হোসেন ০৩-১২-২০১২ হতে অদ্যাবধি

পরিচালকম-লীর প্রতিবেদন

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের পরিচালকমন্ডলী করপোরেশন এর সদর দপ্তর ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহের নিরীক্ষিত হিসাব এবং অন্যান্য কার্যক্রমের বিবরণ সম্বলিত ২০১৩-২০১৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করছেন।

চিনিশিল্পের পরিচিতি

বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রপতির ২৭(১৯৭২ সালের ২৭ নম্বর আদেশ) নম্বর আদেশক্রমে গঠিত বাংলাদেশ সুগার মিলস করপোরেশন এবং বাংলাদেশ ফুড অ্যান্ড এ্যালাইড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন নামক করপোরেশন দুটি একীভূত করে ১৯৭৬ সালের ১ জুলাই হতে রাষ্ট্রপতির ২৫ নং আদেশবলে (সংশোধিত) বাংলাদেশ সুগার অ্যান্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন বা বিএসএফআইসি গঠিত হয়। ঐ সময়ে চিনিকল এবং বিভিন্ন ধরনের খাদ্যশিল্প প্রতিষ্ঠানসহ মোট ৬৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বিএসএফআইসি'র অধীনে ন্যসত্ম ছিল। তন্মধ্যে ৫০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বিরাষ্ট্রীয়করণসহ প্রাক্তন মালিকদের নিকট ফেরত দেওয়া হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ সালে করপোরেশনের আওতাধীন ১৫টি চিনিকল চালু থাকে। করপোরেশনের উৎপাদন কর্মকান্ডে চিনিশিল্পের ভূমিকাই প্রধান। এতদ্ব্যতীত চিনিশিল্পের সহযোগী শিল্প হিসেবে কেরু অ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিঃ এ একটি ডিস্টিলারি কারখানা এবং চিনিকলের যন্ত্রাংশ তৈরীর জন্য কুষ্টিয়া শহরে রেনউইক, যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোম্পানি (বিডি) লিঃ নামে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাতেও উৎপাদন অব্যাহত আছে।

২০১৩-২০১৪ সালে সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিমেণ উপস্থাপন করা হল :

দেশে চিনির চাহিদা ও চিনিকলগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা

FAO এবং বাংলাদেশ পুষ্টি কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী মাথাপিছু বাৎসরিক চিনির চাহিদা ৯.০০ কেজি। সে হিসেবে দেশে চিনির বার্ষিক চাহিদা প্রায় ১৪ লক্ষ মে.টন। বর্তমানে চালু ১৫টি চিনিকলে বাৎসরিক চিনি উৎপাদন ক্ষমতা ২,১০,৪৪০ মে.টন। এছাড়া দেশে গুড় উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৩.০০ লক্ষ মে.টন। স্পষ্টতঃ চিনিকলগুলির উৎপাদন ক্ষমতা দেশে চিনির প্রকৃত চাহিদার তুলনায় অনেক কম। ফলে চিনির ঘাটতি আমদানির মাধ্যমে পূরণ করতে হয়। বর্তমানে ব্যক্তি মালিকানায় সুগার রিফাইনারী স্থাপিত হওয়ার ফলে চিনির চাহিদা তাদের দ্বারা সিংহভাগ পূরণ হচ্ছে। দেশে উৎপাদিত চিনি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে করপোরেশনের নিজস্ব সুষ্ঠু মার্কেটিং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বাজারজাত করে থাকে। উল্লেখ্য যে, দেশের ১৫টি চিনিকলের মধ্যে দুটি ত্রিশের দশকে, দুটি পঞ্চাশের দশকে, সাতটি ষাটের দশকে এবং চারটি বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরে স্থাপিত হয়। অধিকাংশ চিনিকলের যন্ত্রাংশ অতি পুরাতন ও জরাজীর্ণ হয়ে পড়ায় এগুলির স্থাপনকালীন উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। চালু ১৫টি চিনিকলের মধ্যে ১০টি চিনিকলের অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গেলেও যথাযথ মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও বিএমআরকরণের মাধ্যমে এগুলো চালু রাখা হয়েছে।

ইক্ষুচাষ

চিনিকলসমূহে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তাগণের তত্ত্বাবধানে প্রতি বছর চিনিকল এলাকায় ২.১০ থেকে ২.৪৫ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষুচাষ করে একর প্রতি ফলন গড়ে ১৯.০০ মে.টন হিসেবে বছরে ৪০.০০ থেকে ৪৭.০০ লক্ষ মে.টন ইক্ষু উৎপাদিত হলেও বর্তমানে তা হ্রাস পেয়েছে। মাড়াই মৌসুমে ইক্ষু প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের জন্য মিলজোনে ইক্ষু চাষ ও ইক্ষু উন্নয়নের প্রতি সর্বাধিক গুরম্নত্ব প্রদান করা হয়। ইক্ষুচাষীদের উন্নতজাতের ইক্ষুবীজ, সার, কীটনাশক, নগদ অর্থ, ভর্তুকি, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি বিতরণের জন্য ইক্ষুচাষকে ঋণী, অঋণী ও নিজস্ব খামার খাত হিসেবে ভাগ করা হয়েছে।

২০১৩-২০১৪ মাড়াই মৌসুমে চিনিকল এলাকায় ২ লক্ষ ৬ হাজার ৫০০ একর জমিতে ইক্ষুচাষ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত চাষের জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯ শত ৫৩ একর যা লক্ষ্যমাত্রার ৭৫%।

২০১৩-২০১৪ রোপণ মৌসুমে ইক্ষুচাষের পরিসংখ্যান নিমণরূপ :

বিবরণ	একক	ইক্ষুচাষের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত ইক্ষুচাষ	ইক্ষুচাষের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন(%)
চাষির জমিতে (ঋণী)	একর	১৬২২৯০	১১১১৬৪	৬৮.৫০
চাষির জমিতে (অ-ঋণী)	একর	৩৮৭০০	৩৮৯২১	১০০.৫৭
খামারে (ঋণী)	একর	৫৫১০	৪৮৬৮	৮৮.৩৫
মোট	একর	২০৬৫০০	১৫৪৯৫৩	৭৫.০৪

ইক্ষু চাষের উপকরণ বিতরণ

চিনিকল এলাকায় ইক্ষুর চাষ ও ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে চিনিকলসমূহের প্রয়োজনীয় ইক্ষু প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিএসএফআইসি কর্তৃক ১৯৮০ সালে নিবিড় ইক্ষু উন্নয়ন প্রকল্প 'কম জমি অধিক ফলন' চালু করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় চিনিকলসমূহের ট্রেনিং কমপ্লেক্স ও মিলজোন এলাকার বিভিন্ন স্থানে ইক্ষুচাষীগণকে আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষাদানসহ সার, উন্নত জাতের রোগমুক্ত ইক্ষুবীজ, কীটনাশক ও নগদ অর্থ (কৃষি ঋণ) এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়। ২০১৩-২০১৪ রোপণ মৌসুমে ৪৩ হাজার ৭০৯ মে.টন ইক্ষুবীজ, ৯ হাজার ৮৬১ মে.টন ইউরিয়া, ৭ হাজার ৫৯৩ মে.টন টিএসপি, ৬ হাজার ৪০১ মে.টন এমওপি এবং ৪ লক্ষ ৬২ হাজার ৪৫৯ কেজি কার্বোফুরান, ১ লক্ষ ১৭ হাজার ২৫৫ কেজি ক্লোরোপাইরিফস, ৩ হাজার ৮১৬ কেজি কার্বেন্ডাজিমসহ মোট ৬ হাজার ২৪ লক্ষ টাকার উপকরণ ইক্ষুচাষিদের মধ্যে কৃষিঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়।

বিগত ৪ বছরে ইক্ষুচাষে উপকরণ বিতরণের তুলনামূলক পরিসংখ্যান নিমণরূপ:

বিবরণ	একক	২০১০-২০১১		২০১১-২০১২		২০১২-২০১৩		২০১৩-২০১৪	
		পরিমাণ	মূল্য (লক্ষ টাকা)	পরিমাণ	মূল্য (লক্ষ টাকা)	অর্জন পরিমাণ	মূল্য (লক্ষ টাকা)	অর্জন পরিমাণ	মূল্য (লক্ষ টাকা)
ইক্ষুবীজ	মে.টন	৪২২০৬	৯৯২.০০	১৫১২২	১১২৭.০০	৬৫৮৯৮	১৭০০.১৭	৪৩৭০৯	১১২৮.০০
রাসায়নিক সার	মে.টন	২২০৬৮	৪৮৩২.০০	২৩৯৮৮	৩৫৬০.০০	২৮৭১১	৪৯৩৭.০১	২৩৮৫৫	৩৮০০.০০
কীট ও রোগনাশক ঔষধ	কেজি	৮১৮৫৯৫	৭৪৪.০০	৮৮৪২৮৯	৫০৭.০০	৯৩০১১১	৭২৩.২১	৫৮৩৫৩০	৪৮৮.০০
অন্যান্য	মে.টন	-	১১৫৭.০০	-	১৬৫.০০	-	১১৯৮.৬৬	-	৬০৮.০০
মোট ঋণ :	লক্ষ টাকা	-	৭৭২৬.০০	-	৫৩৫৯.০০	-	৮৫৫৯.০৫	-	৬০২৪.০০

রোপা আখচাষে ভর্তুকি কার্যক্রম

ইক্ষুচাষের প্রতি চাষিদের উৎসাহিত করা এবং আখের ফলন বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি উন্নত জাত দ্রুত বিস্তারের লক্ষ্যে রোপণ মৌসুমে রোপা পদ্ধতিতে আখচাষের জন্য ভর্তুকি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৩-২০১৪ রোপণ মৌসুমে রোপা আখচাষের ক্ষেত্রে প্রতি একরে ভর্তুকির হার নিম্নরূপ ছিল :

(ক) সাধারণ রোপা আখচাষের জন্য : ৩,৩০০/- টাকা
(খ) রোপা পদ্ধতিতে বীজক্ষেত স্থাপনের জন্য : ৩,৮০০/- টাকা
(গ) রোপা পদ্ধতিতে জোড়া সারিতে আখচাষের জন্য : ৪,৪০০/- টাকা
(ঘ) রোপা আখচাষকৃত জমিতে মুড়ি চাষের জন্য : ২,০০০/- টাকা

ইক্ষুর ফলন

চিনিকল এলাকায় চিনিকলসমূহের তত্ত্বাবধানে প্রতি বছর ২.১০ থেকে ২.৪৫ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষুচাষ করা হত। একর প্রতি ফলন গড়ে ১৯.০০ মে. টন হিসেবে উক্ত পরিমাণ জমিতে ৪০.০০ থেকে ৪৭.০০ লক্ষ মে.টন ইক্ষু উৎপাদিত হত। এর মধ্যে ২৫.০০ থেকে ২৮.০০ লক্ষ মে.টন ইক্ষু চিনিকলে মাড়াইয়ের জন্য পাওয়া যেত। অবশিষ্ট ইক্ষু গুড় প্রস্তুতে, বীজ হিসেবে ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হত। কিন্তু বর্তমানে ইক্ষু আবাদ ক্রমশ হ্রাস পাওয়ায় ইক্ষু মাড়াইও হ্রাস পাচ্ছে।

২০১৩-২০১৪ সালসহ বিগত ১০ বছর মিলজোনে মোট ইক্ষু উৎপাদন, একর প্রতি ফলন, চিনিকলে আখ সরবরাহ (নন-মিল জোন থেকে সংগৃহীত ইক্ষুসহ), গুড় প্রস্তুতে ব্যবহার, বীজ হিসেবে ব্যবহার, অন্যান্য কাজে ব্যবহারসহ মোট ডাইভারশন নিম্নরূপ:

মাড়াই মৌসুম	ইক্ষুচাষ (পূর্ববর্তী বছরে রোপণকৃত) (একর)	মোট ইক্ষু উৎপাদন (মে.টন)	একর প্রতি ফলন (মে.টন)	চিনিকলে সরবরাহ (মে.টন)	গুড় প্রস্তুতে ব্যবহার (মে.টন)	বীজ তৈরীতে ব্যবহার (মে.টন)	অন্যান্য কাজে ব্যবহার (মে.টন)	মোট ডাইভারশন (মে.টন)
২০০৪-২০০৫	১৯৩০৯৭	৩৫১৬৯৭২	১৮	১৪১৪৫৯৯	১৪৮৩১৪৬	৩৩১০৪০	২৮৮১৮৭	২১০২৩৭৩
২০০৫-২০০৬	১৮৬৩০১	৩৭১৭৩০৪	২০	১৮৫৩১৭৯	১২৪৪৬৬৪	৩৬৬২৯৮	২৬৩২৩১	১৮৭৪১৯৩
২০০৬-২০০৭	২০৬১৩৪	৪১২২২২৪	২০	২৩৩৫৩৫৭	১১২১৪৬৩	৩৫৪৭৬২	৩২৫৪০৫	১৮০১৬৩০
২০০৭-২০০৮	২১৭০৯৫	৪০৫১১৩৭	১৯	২২৮৭৫২৮	১১১৬৩৩৬	৩০১১৬৪	৩৭৪৯১৬	১৭৬৩৬০৯
২০০৮-২০০৯	১৯৪৪৮৭	৩০৩৮৪৭২	১৬	১১৮৪১০৯	১২৬৮৬৮৭	২১১২১৯	৩৭৪৪৫৭	১৮৫৪৩৬৩
২০০৯-২০১০	১২৭৬৯২	২৩৭৭৫৫৬	১৯	৮৬৬৫৭৩	১০৮৬৩৫৩	২৬৭১৬৭	১৫৭৪৬৩	১৫১০৯৮৩
২০১০-২০১১	১৬১৪২৯	৩০৪০২২৪	১৯	১৫৮১৯০৭	৮৮০৩০৯	২৪২৭৬৮	৩৩৫২৪০	১৪৫৮৩১৭
২০১১-২০১২	১৫৭৭৬৯	২৮৬৫৫৭৮	১৮	১০৪৭৪৫৩	১২৮৬৯৮৬	২৮২৯০৬	২৪৮২৩৩	১৮১৮১২৫
২০১২-২০১৩	১৫৯৬৭৩	৩০৬২৮৪০	১৯	১৫৬২৭৩১	৯৬৭৫২৭	২৯৮২৬৬	২৩৪৩১৪	১৫০০১০৭
২০১৩-২০১৪	১৭৪০০৬	৩২৬২৪৬৭	১৯	১৮১৭২৭২	৯১৮৮৯৫	২৩০৫৩৬	২৯৫৭৬৪	১৪৪৫১৯৫

পরিচ্ছন্ন ইক্ষুবীজ

পরিচ্ছন্ন ও রোগমুক্ত ইক্ষুবীজ উৎপাদনে গুরম্নত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইক্ষুবীজকে রোগমুক্ত করার জন্য বিভিন্ন চিনিকলে হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট এর পাশাপাশি ময়েস্ট হট এয়ার ট্রিটমেন্ট পদ্ধতির সাহায্যেও বীজ শোধনের কার্যক্রম চালু আছে। পরিচ্ছন্ন ইক্ষুবীজ ব্যবহারের মাধ্যমে ইক্ষুর ফলন ২৫%-৩০% বৃদ্ধি পায় এবং চিনি আহরণ হারও বৃদ্ধি পায়। প্রয়োজনীয় অর্থ, জনবল, যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি না থাকায় চিনিকলগুলি পর্যাপ্ত পরিচ্ছন্ন ইক্ষুবীজ উৎপাদন ও সরবরাহ করতে পারে না। ফলে এক তৃতীয়াংশ পরিচ্ছন্ন বীজ ও বাকি দুই তৃতীয়াংশ সাধারণ বীজ ব্যবহার করা হয়। সকল চিনিকল এলাকায় পরিচ্ছন্ন ইক্ষুবীজ ব্যবহার বৃদ্ধি করে ইক্ষুর ফলন, সরবরাহ ও চিনি আহরণ হার বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত আছে।

ইক্ষুর জাত সঙ্কট

চিনির উৎপাদন বৃদ্ধিতে অধিক চিনিযুক্ত, উচ্চ ফলনশীল ও রোগমুক্ত ইক্ষুজাত ব্যবহার অত্যমত্ম গুরম্নত্বপূর্ণ। বর্তমানে চিনিকল ও চিনিকল বহির্ভূত এলাকায় উন্নত জাতের আখের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক অবমুক্ত জাতগুলির ফলন ও চিনি আহরণের পরিমাণ আশানুরূপ নয়। তবে নতুন ইক্ষুজাত উদ্ভাবন দ্বারা পুরানো জাতগুলির প্রতিস্থাপনের প্রচেষ্টা চলছে।

ইক্ষুর মূল্য নির্ধারণ

বাংলাদেশ সরকার ইক্ষুর মূল্য নির্ধারণ করে এবং চিনিকলগুলি কৃষকদের নিকট থেকে উক্ত নির্ধারিত মূল্যে ইক্ষু ক্রয় করে থাকে। ১৯৮৪-৮৫ অর্থ বছরে সরকার নির্ধারিত প্রতি মে:টন ইক্ষুর মূল্য মিলস্গেটে ৫২২.৪৪ টাকা এবং বহিঃ কেন্দ্রে ৫০৯.০৫ টাকা নির্ধারণ করে। পরবর্তীতে আখের মূল্য অন্যান্য ফসলের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে সময় সময় মূল্য বৃদ্ধি করা হয়। ২০১৩-২০১৪ মাড়াই মৌসুমে ইক্ষুর মূল্য প্রতি মে:টন বহিঃ কেন্দ্রে ২৪৪০ টাকা এবং মিলস্গেটে ২৫০০ টাকা ধার্য করা হয়।

১৯৮৪-৮৫ সাল থেকে ২০১৩-২০১৪ সাল পর্যমত্ম প্রতি মে:টন ইক্ষু ক্রয় মূল্যের পরিসংখ্যান নিমণরূপ:

বছর	প্রতি মে:টন ইক্ষুর মূল্য(টাকা)	
	মিলসগেট	বহিঃ কেন্দ্র
১৯৮৪-১৯৮৫	৫২২.৪৪	৫০৯.০৫
১৯৮৫-১৯৮৬	৬২৯.৬১	৬১৬.২২

১৯৮৬-১৯৮৭	৬৫৬.৪০	৬৪৩.০১
১৯৮৭-১৯৮৮	৭৩৬.৭৮	৭২৩.৩৮
১৯৮৮-১৯৮৯	৮৯৭.৫৩ (০৪-০৪-৮৯ থেকে)	৮৮৪.১৪
১৯৮৯-১৯৯০	৯৫১.১২ (২৫-০৯-৮৯ থেকে)	৯৩৭.৭২
১৯৮৯-১৯৯০	১০০৪.৭০ (০১-০২-৯০ থেকে)	৯৯১.৩০
১৯৯৯-২০০০	১০০৪.৭০	৯৯১.৩০
২০০০-২০০১	১১১১.৮৭	১০৯৮.৪৭
২০০১-২০০২	১১১১.৮৭	১০৯৮.৪৭
২০০২-২০০৩	১১১১.৮৭	১০৯৮.৪৭
২০০৩-২০০৪	১১১১.৮৭	১০৯৮.৪৭
২০০৪-২০০৫	১১৭৮.৮৫	১১৫২.০৬
২০০৫-২০০৬	১২৮৬.০২	১২৫৯.২২
২০০৬-২০০৭	১৩৬৬.৩৯	১৩৩৯.৬০
২০০৭-২০০৮	১৪৩৩.৩৭	১৩৯৩.১৮
২০০৮-২০০৯	১৬০৭.৫২	১৫৬৭.৩৩
২০০৯-২০১০	১৭৬৮.২৭	১৭২৮.০৮
২০১০-২০১১	২২২৩.৭৪	২১৭০.১৫
২০১১-২০১২	২২২৩.৭৪	২১৭০.১৫
২০১২-২০১৩	২৫০০.০০	২৪৪০.০০
২০১৩-২০১৪	২৫০০.০০	২৪৪০.০০

গুনগতমানের আখ উৎপাদনে প্রণোদনা প্রদান

২০০৩-২০০৪ মাড়াই মৌসুম হতে মিলে গুণগত মান সম্পন্ন ইক্ষু প্রাপ্তির লক্ষ্যে ইক্ষু চাষিদেরকে বর্তমান মূল্যের উপর চিনি আহরণ হার ৮% এর উর্ধ্বে ৯% পর্যমত্ম প্রতি ০.১০% বৃদ্ধির জন্য প্রতি মে:টনে অতিরিক্ত ৮.০৩ টাকা এবং ৯% এর উর্ধ্বে ১০% পর্যমত্ম প্রতি মে:টনে ০.১০% বৃদ্ধির জন্য প্রতি মে:টনে অতিরিক্ত ১০.৭১ টাকা প্রণোদনা হিসেবে মাড়াই মৌসুম শেষে প্রিমিয়াম মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয় যা আলোচ্য মৌসুমেও বহাল থাকে।

মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) সরকার কর্তৃক ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে প্রতি মে.টন চিনির উপর আরোপিত বিক্রয় কর ২৪২০.০০ টাকা বহাল থাকে। ০৮-০৬-২০০২ তারিখ হতে চিনি আমদানি অবাধ করার প্রেক্ষিতে চিনিকলগুলি বেসরকারি খাতে আমদানিকৃত চিনির সাথে প্রতিযোগিতা মূল্যে চিনি বিক্রয়ের সুবিধার্থে চিনির উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের নিমিত্ত ০১-০৭-০২ তারিখ হতে চিনিতে প্রতি মে:টন-এ প্রদেয় ভ্যাট ২৪২০.০০ টাকা সরকার কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হয় যা অদ্যাবধি বহাল থাকে।

বিএসআরআই লেভি

ইতোপূর্বে বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষণা লেভি হিসেবে প্রতি মে.টন চিনি বিক্রয়ের উপর ক্রেতাদের নিকট হতে ৫৩.৫০ টাকা হারে গবেষণা লেভি আদায় করা হত। এক্ষেত্রেও চিনির উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের নিমিত্তে ০১-০৭-২০০২ তারিখ হতে চিনি বিক্রয়ের উপর ক্রেতাদের নিকট হতে নির্ধারিত হারে টনপ্রতি গবেষণা লেভিও প্রত্যাহার করা হয়েছে যা অদ্যাবধি বহাল আছে।

ইক্ষু সংগ্রহ কার্যক্রম

ইক্ষু মাড়াই মৌসুম শুরুর পূর্বে মাঠকর্মী ও ইক্ষু সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রতিটি ইক্ষু জমি জরিপ করে সম্ভাব্য ইক্ষু ফলন ও মাড়াইয়ের জন্য ইক্ষু প্রাপ্তির প্রতিবেদন তৈরী করা হয়। চিনিকলগুলিতে দৈনিক ইক্ষু মাড়াই ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে দৈনিক ইক্ষু ক্রয় কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। দৈনিক কর্মসূচি অনুযায়ী পূর্জি বিতরণের মাধ্যমে মিলসগেট ও বহিঃকেন্দ্র হতে চিনিকল কর্তৃপক্ষ সরাসরি ইক্ষুচাষিদের নিকট হতে ইক্ষু ক্রয় করে মাড়াই করে থাকে। প্রতিটি ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রে সাধারণতঃ ৫ জন থেকে ১১ জন

ইক্ষুচাষি প্রতিনিধি নিয়ে পুর্জি কমিটি গঠিত হয়। পুর্জি গেজেট প্রণয়নের সময় ক্ষুদ্র চাষি, ঋণী চাষি, আগাম রোপা ও মুড়ি ইক্ষু চাষি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনাপূর্বক অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়ে থাকে। আখ ক্রয়ের স্বচ্ছতা আনায়ণের জন্য ২০০৯-১০ মাড়াই মৌসুমে পরীক্ষামূলকভাবে ই-পুর্জি কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে ২০১০-১১ মাড়াই মৌসুম থেকে সকল মিলে ই-পুর্জি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাসত্মবায়ন হচ্ছে যা অব্যাহত আছে। তাছাড়া সুষ্ঠুভাবে ইক্ষু ক্রয়ের স্বার্থে ই-গেজেট কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে।

চিনিকল এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা

দেশের চিনিকলগুলো প্রত্যমত্ম অঞ্চলে অবস্থিত বিধায় সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল নয়। চিনিকলগুলিতে নিকটবর্তী এলাকা থেকে পর্যাপ্ত ইক্ষু না পাওয়ায় প্রত্যমত্ম অঞ্চল থেকে ইক্ষু সংগ্রহ করতে হয়। চিনিকল ও ইক্ষু সংগ্রহ এলাকার মধ্যে সংযোগকারী রাসত্মাঘাট না থাকায় অনেক এলাকা থেকে ইক্ষু সংগ্রহ দুরূহ হয়ে পড়ে। সুতরাং চিনিকলে পর্যাপ্ত ও দ্রম্নত ইক্ষু পরিবহন নিশ্চিত করার জন্য সংযোগকারী নির্মাণ, মেরামত, সংরক্ষণ ও উন্নয়নে পর্যাপ্ত আখ প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে।

রাসত্মাঘাট উন্নয়নের জন্য সরকারি অনুমোদনক্রমে চিনিকল কর্তৃপক্ষ সুগার সেস খাতে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে।

(১) সুগার সেস : চিনিকল এলাকায় কাঁচা রাসত্মাঘাট নির্মাণ, মেরামত ও উন্নয়নের জন্য ইক্ষুচাষিদের নিকট হতে প্রতিটন ইক্ষু বিক্রয়ের উপর ৩.২২ টাকা হারে সেস আদায় করা হয়। আলোচ্য বছরে উক্ত খাতে ৫০.৩২ লক্ষ টাকা সেস আদায় হয়।

(২) রোড ডেভলপমেন্ট ফান্ড : চিনি ক্রয়কারীদের নিকট হতে পূর্বে প্রতি মে:টনে ২৬৭.৯২ টাকা হারে অর্থ সংগ্রহ করা হত। চিনি উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের নিমিত্তে চিনির ভ্যাট ও বিএসআরআই লেভির ন্যায় ০১-০৭-০২ তারিখ হতে রোড ডেভলপমেন্ট ফান্ডের টাকা চিনি ক্রয়কারীদের নিকট থেকে নির্ধারিত হারে কর্তন না করে উক্ত হারে আদায়যোগ্য টাকার সম পরিমাণ অর্থ সরকার প্রদানের সিদ্ধামত্ম নেয় যা আলোচ্য সালেও বহাল থাকে। প্রদানকৃত উক্ত ফান্ড দ্বারা ‘‘পল্লী সড়ক নির্মাণ মঞ্জুরী’’ হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোণীত সুগার সেস কমিটির মাধ্যমে চিনিকল এলাকায় পাকা রাসত্মাঘাট নির্মাণ, মেরামত, উনণয়ন ও সংরক্ষণ করা হয়। এ কমিটি নিমণবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হয় :

১।	যে এলাকায় চিনিকল অবস্থিত সে এলাকার মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/ সংসদ সদস্য/জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/সরকার মনোনীত প্রতিনিধি	চেয়ারম্যান
২।	ডেপুটি কমিশনার	সদস্য
৩।	চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক	সদস্য-সচিব
৪।	চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক(কৃষি)	সদস্য
৫।	জেলা কৃষি অফিসার	সদস্য
৬।	নির্বাহী প্রকৌশলী, এল,জি,ই,ডি	সদস্য
৭।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
৮।	চিনিকলের প্রকৌশলী(পুর)	সদস্য
৯।	দুইজন ইক্ষুচাষি প্রতিনিধি	সদস

২০১৩-২০১৪ মাড়াই মৌসুমেও উপরোক্ত ব্যবস্থা কার্যকর থাকে।

২০১১-২০১২ থেকে ২০১৩-২০১৪ সাল পর্যমত্ম চিনিকল এলাকায় সুগার সেস ও রোড ডেভলপমেন্ট এবং পল্লী সড়ক নির্মাণ ফান্ড কমিটি কর্তৃক রাসত্মাঘাট নির্মাণ ও মেরামতের বিবরণ নিমণরূপ:

(কিলোমিটারে)

সড়কের বর্ণনা	২০১১-২০১২		২০১২-২০১৩		২০১৩-২০১৪	
	নতুন নির্মাণ	মেরামত	নতুন নির্মাণ	মেরামত	নতুন নির্মাণ	মেরামত
পাকা সড়ক	৮৪.৫১৫	২০০.২৫	৫৩.৬৯	১৪৬.৪০	৮১.৭৫	২২৬.৯৬
আধাপাকা সড়ক	১৭.৫১	৫১৬.১০	১৮.৮১	৫৮৮.১৭	৩৪.২৮৫	১৫৩.১৪
কাঁচা সড়ক	২৩১.১০	২১৬২	৩১৪	২০৪১.০৮	২০৫	২৪৩০.৪

ইক্ষু পরিবহন

ইক্ষু মাড়াইয়ের জন্য সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত ইক্ষু পরিবহন ব্যবস্থা অপরিহার্য। ইক্ষু কর্তনের পর দ্রুত মাড়াই করতে পারলে আখ তছরূপ/অপচয় কম হয় ও চিনি আহরণ হার বৃদ্ধি পায়। তাই চিনিকলসমূহ যথাসম্ভব নিজস্ব ট্রাক, ট্রাক্টর ও ট্রেইলারের মাধ্যমে ইক্ষু পরিবহন করে থাকে। অনেক সময় নিজস্ব যানবাহনের স্বল্পতাহেতু কোন কোন মিলে দূরবর্তী ক্রয় কেন্দ্র হতে ভাড়া করা পরিবহন দ্বারা ইক্ষু পরিবহন করা হয়। এছাড়া ইক্ষুচাষিগণ গরম্নর গাড়ি এবং মহিষের গাড়ির মাধ্যমেও ক্রয় কেন্দ্রে ইক্ষু সরবরাহ করে থাকে।

২০১৩-২০১৪ মাড়াই মৌসুমে ইক্ষু পরিবহনের জন্য মিলসমূহের নিজস্ব যানবাহনের সংখ্যা নিমণরূপ:

যানের নাম	প্রাপ্ত সংখ্যা		
	সচল	অচল	মোট
১। ট্রাক	৮৭	৩৩	১২০
২। ট্রাক্টর	৭১২	২৭৯	৯৯১
৩। ট্রেইলরস	২৬০৪	৭৩৭	৩৩৪১

উৎপাদন কার্যক্রম

করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে বর্তমানে প্রধান পণ্য হিসেবে চিনি ছাড়াও স্পিরিট, অ্যালকোহল এবং চিনিকলের যন্ত্রাংশ উৎপাদিত হয়। এছাড়া চিনির উপজাত হিসেবে চিটাগুড়, ছোবড়া ও প্রেসমাড উৎপন্ন হয়। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে পণ্যভিত্তিক উৎপাদন কার্যক্রম নিমেণ সন্নিবেশিত করা হল:

চিনি

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে করপোরেশনের ১৫টি চিনিকলে উৎপাদন কর্মকান্ড চালু থাকে। ১৫টি চিনিকলের দৈনিক ইক্ষু মাড়াই ক্ষমতা ২১ হাজার ৪৪ মেঃ টন হিসেবে ১২৫ দিনে ইক্ষু মাড়াই ২৬ লক্ষ ৩০ হাজার ৫০০ মে.টন এবং গড়ে ৮% চিনি আহরণ হারে মোট উৎপাদন ক্ষমতা ২ লক্ষ ১০ হাজার ৪৪০ মে.টন।

২০১৩-২০১৪ মাড়াই মৌসুমে ১৮ লক্ষ ৬০ হাজার মে.টন ইক্ষু মাড়াই করে গড়ে ৭.৪৩% চিনি আহরণ হারে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ১৫০ মে.টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। ১৫টি চিনিকলে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৮ লক্ষ ১৮ হাজার ৮৩৭.৮১ মে.টন ইক্ষু মাড়াই করে গড়ে ৭.০৬% চিনি আহরণ হারে মোট ১ লক্ষ ২৮ হাজার ২৬৮.২০ মে.টন চিনি উৎপাদিত হয়।

২০০১-২০০২ সাল হতে ২০১৩-২০১৪ সাল পর্যন্ত মোট আখ মাড়াই দিবস, আখ মাড়াই, চিনি উৎপাদন ও চিনি আহরণ হারের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন নিমণরূপ:

মাড়াই মৌসুম	মাড়াই দিবস		ইক্ষু মাড়াই (মে.টন)		চিনি উৎপাদন (মে.টন)		গড় চিনি আহরণ হার (%)	
	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
২০০১-২০০২	১৫০৬	২১৭৫	২২৮৯০৭০	২৮১১১০২	১৮৩১২৫	২০৪৩২৮	৮.০০	৭.২৭
২০০২-২০০৩	২০৮৫	২১৬৮	২৬৪৫০০০	২৬৩৩৩৯১	২০৫০০০	১৭৭৩৯৯	৭.৭৫	৬.৭৩
২০০৩-২০০৪	১৮৪২	১৩৫২	২৩৮৫০০০	১৬৪২৫১০	১৮০০০০	১১৯১৪৬	৭.৫৫	৭.২৬
২০০৪-২০০৫	১৭১৩	১১৫৫	২২৭৭০০০	১৪১৪৫৯৯	১৭৭৬০০	১০৬৬৪৫	৭.৮০	৭.৫৩
২০০৫-২০০৬	১৪৮০	১৪৮৩	১৭৭২১৬০	১৮৫৩১৭৯	১৪০০০০	১৩৩২৮৩	৭.৯০	৭.১৯
২০০৬-২০০৭	১৬০৮	১৮৫৭	২৩৩৭০২২	২৩২৪৭৫২	১৬৬৬৩২	১৬৪৯৯৬	৭.১৩	৭.১০
২০০৭-২০০৮	১৭১৮	১৮৭৪	২২৯৫০০০	২২৮৭৫২৮	১৭৪০২১	১৬৩৮৪৩.৮	৭.৫৮	৭.১৬
২০০৮-২০০৯	১৭১৫	১০২১	২২৭২০০০	১১৮৪১০৯	১৭৩১০০	৭৯৯২১.৮০	৭.৬২	৬.৭৫
২০০৯-২০১০	১০৪১	৭৩৯	১৩৩০০০০	৮৬৬৫৭৩	১০১৫২৫	৬২২০৩.৪০	৭.৬৩	৭.১৭
২০১০-২০১১	১২৪১	১৩০৮	১৫৮১০০০	১৫৮১৮৫৭	১১৮৯২৫	১০০৯৬২.৪০	৭.৫২	৬.৩৮
২০১১-২০১২	১৩৬৭	৯২০	১৭৯৫০০০	১০৪৭৫০১	১৩৫৩৭৬	৬৯৩৪৬.৮০	৭.৫৪	৬.৬২
২০১২-২০১৩	১৩২৬	১২৬৯	১৭৪৫০০০	১৫৬২৩৫১	১২৯০৭৫	১০৭১২৩	৭.৩৯	৬.৮৫
২০১৩-২০১৪	১৩৯৫	১৬২০	১৮৬০০০০	১৮১৮৮৩৭.৮১	১৩৮১৫০	১২৮২৬৮.২০	৭.৪৩	৭.০৬

চিটাগুড় , ছোবড়া ও প্রেসমাড

চিটাগুড়, ছাবড়া ও প্রেসমাড চিনিশিল্পের প্রধান উপজাত দ্রব্য। ২০১৩-২০১৪ সালে করপোরেশনের অধীনস্থ চিনিকলগুলি ৬৮ হাজার ৮৪০ মে.টন চিটাগুড়, ৬ লক্ষ ৪৩ হাজার ৪৭৫.৫৫ মে.টন ছোবড়া এবং প্রায় ৫৩ হাজার মে:টন প্রেসমাড উৎপাদন করে।

ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি

কুষ্টিয়ায় অবস্থিত রেনউইক, যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোম্পানি (বিডি) লি. চিনিকলগুলির যন্ত্রাংশ প্রস্তুত করে। ২০১৩-২০১৪ সালে উক্ত কারখানাতে ১০৫৫.২৬ মে.টন ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয় যা গত বছরের উৎপাদন ৯৬৪.৯৪ মে.টনের তুলনায় ৯.৩৬ % বেশি।

স্পিরিট ও অ্যালকোহল

আলোচ্য বছরে কেরন্ন এন্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লি. দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা ৪৬.৮৬ লক্ষ প্রুফ লিটার স্পিরিট ও অ্যালকোহল উৎপাদন করে যা গত বছরের উৎপাদন ৫০.৬৫ লক্ষ প্রন্নফ লিটারের তুলনায় ৭.৪৮% কম। তাছাড়া ফরেন লিকার উৎপাদিত হয় ৯.১১ লক্ষ প্রুফ লিটার যা গত বছরের উৎপাদন ৯.৯২ লক্ষ প্রন্নফ লিটারের তুলনায় ৮.১৭% কম।

২০০৮-২০০৯ সাল থেকে ২০১৩-২০১৪ সাল পর্যন্ত সময়ে অন্যান্য পণ্যের উৎপাদন পরিসংখ্যান নিমণরূপ:

পণ্যের নাম	একক	উৎপাদন						বিগত বছরের তুলনায় ২০১৩-২০১৪ সালে(-) হ্রাস /(+) বৃদ্ধির হার
		২০০৮-২০০৯	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	
স্পিরিট ও এলকোহল	লক্ষ প্রন্নফ লিটার	৪৪.১৫	৪৩.৫২	৪৭.৫০	৫২.৫২	৫০.৬৫	৪৬.৮৬	(-) ৭.৪৮
ফরেন লিকার	লক্ষ প্রন্নফ লিটার	৭.১৫৫	৬.৫৮	৬.৯৩	৮.২৯	৯.৯২	৯.১১	(-)৮.১৭
ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি	মে.টন	১২০৪.১০	৯৮৭.২৮	৯২৩.২৭	১০২০.৯৬	৯৬৪.৯৪	১০৫৫.২৬	(+) ৯.৩৬

বিক্রয় কার্যক্রম

(ক) চিনি

অভ্যন্তরীণ বাজার স্থিতিশীল রাখার স্বার্থে চিনিকলসমূহের উৎপাদিত চিনি বাংলাদেশ সরকারের চিনি বিক্রয়, বিলি/বন্টন নীতিমালা অনুযায়ী নিম্নোক্ত খাতসমূহে বিক্রয় করা হয়।

১। মাসিক বরাদ্দের ভিত্তিতে হোলসেল ডিলার/জেলা/উপজেলা পর্যায়ের ডিলারের মাধ্যমে খোলা বাজারে চিনি বিপণন করা হয়।

২। মাসিক বরাদ্দের ভিত্তিতে চিনি ব্যবহারকারী স্বয়ংক্রিয় বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানে চিনিকল থেকে চিনি বিক্রয় করা হয়।

৩। সংরক্ষিত খাত অর্থাৎ সেনা, নৌ, পুলিশ, বিজিবি ও ক্যাডেট কলেজ এর অনুকূলে চিনি বিক্রয় করা হয়।

৪। প্রতি ১.১১ মে: টন ইক্ষু সরবরাহের বিপরীতে ১২ কেজি চিনি নির্দিষ্ট মূল্যে ইক্ষুচাষিদের নিকট বিক্রয় করা হয়।

৫। চিনিকলের শ্রমিক,কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের নিকট মাসিক ৪ কেজি হারে সরকারি নির্ধারিত মূল্যে চিনি বিক্রয় করা হয়।

(খ) উপজাত দ্রব্যাদি

চিটাগুড় দর্শনার কেরন্নর ডিস্টিলারিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। চিনিকলসমূহে উৎপাদিত উদ্ধৃত্ত উপজাত চিটাগুড় স্থানীয় ব্যবসায়ী, বেসরকারি ডিস্টিলারি কারখানা ও রপ্তানিকারকদের নিকট টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। অন্য উপজাত ইক্ষুর ছোবড়া ও প্রেসমাড এর সিংহভাগ যথাক্রমে চিনিকলের বয়লারে জ্বালানি হিসেবে এবং আখের জমিতে জৈবসার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উদ্ধৃত্ত ছোবড়া ও প্রেসমাড নিয়মানুযায়ী বিক্রয় করা হয়।

আলোচ্য অর্থ বছরে করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎপাদিত পণ্য (স্পিরিট ও ফরেন লিকার বাদে) বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫১ হাজার ৪৮০.৯০ লক্ষ টাকা যা বিগত বছরের বিক্রয়লব্ধ আয় ৫২ হাজার ৯৩৮.৬৯ লক্ষ টাকার ২.৭৫% কম। এ বিক্রয়লব্ধ অর্থের মধ্যে চিনি ও চিটাগুড় বাবদ (২৫৯৬১.২০ + ৫৬৫৯.৮৪) বা ৩১ হাজার ৬২১.০৪ লক্ষ টাকা এবং রেনউইক, যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোম্পানি (বিডি) লি. এর ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদির বিক্রয় বাবদ ১ হাজার ২০৭.৮০ লক্ষ টাকা অমঅর্ভূক্ত আছে। উল্লেখ্য উৎপাদিত স্পিরিট, অ্যালকোহল ও ফরেন লিকারের গ্রস বিক্রয় মূল্য ১৮ হাজার ৬৫২.০৬ লক্ষ টাকা। মিলভিত্তিক পণ্যের বিক্রয় সংযোজনী 'ঝ' তে দেখানো হল।

২০১০-২০১১ থেকে ২০১৩-২০১৪ সালের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের তুলনামূলক চিত্র নিমণরূপ:

পণ্যের নাম	একক	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১২-২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৩-২০১৪ সালে (-) হ্রাস / (+) বৃদ্ধির হার
চিনি	মে. টন	১০২৮০৫.৩	৪৬১০৮.৪৫	৫৩৭২০.৯২	৬১০৬৩.৩৫	১৩.৬৭
চিটাগুড়	মে. টন	৩৪৯৩৮.৪১	৪৫৪৩৯.৩৬	৬৫০৫৭.৪৬	৭০৯৩২.৪৪	৯.০৩
স্পিরিট,অ্যালকোহল	লক্ষ প্রম্নফ লিটার	৩৮.০৮	৩৭.১৬	৩৮.০১	৩৬.৩৮	-৪.২৯
ফরেন লিকার	লক্ষ প্রম্নফ লিটার	৭.১৯	৮.৩১	৯.৬৩	৮.৯৬	-৬.৯৬
ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি	মে. টন	৬৭৮.৪৫	১৪২৪.৭৬	১২২৪.৯৩	৬৫২.৪৮	-৪৬.৭৩

লাভ/(লোকসান)

২০০৮-২০০৯ সাল হতে ২০১৩-২০১৪ সাল পর্যমত্ম খাতওয়ারী কর উত্তর লাভ/(লোকসান) এর তুলনামূলক চিত্র নিমেণ প্রদর্শিত হল :

লক্ষ টাকায়

( ) = লোকসান

খাতের নাম	২০০৮-২০০৯	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৩-২০১৪ পর্যন্ত পূঞ্জিভূত লাভ/(লোকসান)
ক) চিনি*	(১৮৫৭৮.৬০)	(১৩৫৮৬.০৮)	(১৯১০৬.০৮)	(৩১১৫৪.০১)	(৩১৪৬৬.৯৬)	(৫৭৪৯৪.৮৭)	(৩০২০০৮.৫৫)
খ) কারিগরী প্রতিষ্ঠান	৭১.১৪	১০৮.২৩	১০৯.৯২	১১২.৩৩	১১৫.৩১	১১১.৫৫	(৮৩২.৭৫)
গ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান	৩৬.১৯	৫৯.৪১	৬০.৬৮	৮০.১৭	৯৯.৩৫	৯৬.০৭	৬২৭.২১
মোট	(১৮৪৭১.২৭)	(১৩৪১৮.৪৪)	(১৮৯৩৫.৯৩)	(৩০৯৬১.৫১)	(৩১২৫২.৩০)	(৫৭২৮৭.২৫)	(৩০২২১৪.০৯)

* সহযোগী শিল্প ডিস্টিলারি ও ঔষধ কারখানার লাভ/ক্ষতি অমত্মর্ভূক্ত আছে।

মূলধন কাঠামো ও অর্থ সংস্থান

২০০৮-২০০৯ সাল হতে ২০১৩-২০১৪ সাল পর্যমত্ম করপোরেশনের অধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন কাঠামো ও অর্থ সংস্থানের তুলনামূলক চিত্র নিমণরূপ: (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	৩০শে জুন					
	২০০৮-২০০৯	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪
সম্পদ						
স্থায়ী সম্পদ	১০৬৬৩.১১	৯৭৫২.০১	৯০৫৩.৬৪	৯৩৫৪.০৮	৯৯৬৪.৭৩	১০০১২.৯৪
চলতি সম্পদ	৪৬০৭০.৭৭	৬৩৪৬০.১৯	৬৮০৮৩.৭১	৭৮৫১৬.০৯	১২০৩৬৯.৯৪	১২০৩৭৮.৯০
মোট সম্পদ	৫৬৭৩৩.৮৮	৭৩২১২.২০	৭৭১৩৭.৩৫	৮৭৮৭০.১৭	১৩০৩৩৪.৬৭	১৩০৩৯১.৮৪
বাদ চলতি দায়	১২৯৬৩৩.৪৮	১৬৮৬৭৯.৬৯	১৯৫০৪৪.৭৫	২৩৮৭২০.২৬	৩২৪৫৯৯.০৮	৩৮৬৯০০.৩৩
নীট সম্পদ/ নিয়োজিত মূলধন	(৭২৮৯৯.৬০)	(৯৫৪৬৭.৪৯)	(১১৭৯০৭.৪০)	(১৫০৮৫০.০৯)	(১৯৪২৬৪.৪১)	(২৫৬৫০৮.৪৯)
অর্থ সংস্থান :						
ইকুইটি	(১২০০০৫.১২)	(১৩৫৯০২.৪৪)	(১৫৫৪৭১.২৪)	(১৮৬৭৮৫.১৯)	(২২৯৯৬৫.৯২)	(২৯২০৪২.৭৭)
দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ	৪৭১০৫.৫২	৪০৪৩৪.৯৫	৩৭৫৬৩.৮৪	৩৫৯৩৫.১০	৩৫৭০১.৫১	৩৫৫৩৪.২৯
মোট :	(৭২৮৯৯.৬০)	(৯৫৪৬৭.৪৯)	(১১৭৯০৭.৪০)	(১৫০৮৫০.০৯)	(১৯৪২৬৪.৪১)	(২৫৬৫০৮.৪৮)

সরকারি কোষাগারে শুল্ক ও কর প্রদান

করপোরেশন ও এর অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ভ্যাট, আমদানি শুল্ক ও অন্যান্য কর বাবদ মোট ৮ হাজার ৪৯.৪৩ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদান করেছে যা গত বছর প্রদত্ত ৮ হাজার ৬০০.৭৫ লক্ষ টাকার তুলনায় ৬.৪১% কম। করপোরেশন ১৯৭২-৭৩ সাল হতে ২০১৩-২০১৪ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৩ হাজার ৩৭০.৫৩ কোটি টাকা শুল্ক ও কর হিসেবে সরকারি কোষাগারে প্রদান করেছে। নিমেণ ১৯৭২-৭৩ সাল হতে ২০০৫-২০০৬ সাল পর্যমন্ত মোট প্রদত্ত শুল্ক ও কর এবং ২০০৬-২০০৭ থেকে ২০১৩-২০১৪ পর্যন্ত বছরওয়ারী প্রদত্ত শুল্ক ও কর এবং ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৩-২০১৪ পর্যমন্ত সর্বমোট প্রদত্ত শুল্ক ও করের পরিমাণ নিমণরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

রাজস্বের খাত	১৯৭২-৭৩ সাল হতে ২০০৫-২০০৬ সাল পর্যন্ত	২০০৬-২০০৭	২০০৭-২০০৮	২০০৮-২০০৯	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	১৯৭২-৭৩ সাল হতে ২০১৩-২০১৪ সাল পর্যন্ত সর্বমোট
ভ্যাট/আবগারী শুল্ক	১৬৯৭১৫.৬৪	৪২২৯	৪৯৫৪.০৮	৫৮৮৯.৭৪	৫৭৭৪.৪	৬৫২৭.৩	৬৭৩৩.২৭	৭৯২৬.৬৫	৭৫০৯.৫৩	২১৯২৬০.০৬
আমদানির উপর ভ্যাট	৫২৭২০.২৭	১০৭.৬	৭৩.৩২	৭৯.৭৭	১৮.৩৫	৮.০৩৪	২৪.১৮	১৩১.৯৩	-	৫৩১৬৩.৪০
বিক্রয় কর	৫৭৯০.৮৪	-	-	-	-	-	৩৬.২৯	-	-	৫৭৯০.৮৪
আমদানি শুল্ক	৫৭৬৯.৭২	২১.১২	২৭.১৮	১৬.৭৩	১১.৫৩	৫২৪.০৩	-	৬৮.১৩	২২.৪০	৬৪৯৭.১৩
উন্নয়ন সারচার্জ	৩৮৭৯.৭২	-	-	-	-	-	১০.০৮	-	-	৩৮৭৯.৭২
আমদানি লাইসেন্স ফি,অগ্রিম আয়কর ও আইডিএলসি	৩৫৮৭.৪২	৩৩.০৪	৭.২৭	১০.৯৩	৩.৪৩	১.৭৩	৪৮.৫	০.০০	১৪.৪৭	৩৬৮২.৮৪
আয়কর	১৭১৩০.৭২	২০.৮১	১৯.৪৮	২৬.৬৫	৪৮.৬৯	৫৯.৬০৬	৩৩.৮৭	৯.৮৬	৪.৫৯	১৭৩৬৮.৯১
সুগার সেস	২৯৬৮.৮৭	৭৪	৭৬.০১	৩৮.২২	২৭.৯৪	৫১০৫৫	-	৫০.৬৬	৫০.৩২	৩৩৭০.৯৫
রাস্তা উন্নয়ন তহবিল	১০০৫২.৯৬	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০৫২.৯৬
লভ্যাংশ প্রদান	৬০৯২.৪২	১১.৪৩	-	-	-	-	২৬৮.৩৮	-	১১.৯৭	৬১১৫.৮২
বিবিধ কর	৪৮৮১.৮৪	১৫৮.১	২৪৯.১৯	৩৯২.৫৩	২৪৮.৮	৩১৩.৭৩	-	৪১৩.৫২	৪৩৬.১৫	৭৩৬২.২০
পিএসআইএসসি	৪৮৮.৮৮	-	-	-	-	-	-	-	-	৪৮৮.৮৮
বিএসআরআই লেভি	১৮.৮৮	-	-	-	-	-	৭১৫৪.৫৭	-	-	১৮.৮৮
মোট	২৮৩০৯৮.১৮	৪৬৫৫	৫৪০৬.৫৩	৬৪৫৪.৫৭	৬১৩৩.১	৭৪৮৫.৫	৭১৫৪.৫৭	৮৬০০.৭৫	৮০৪৯.৪৩	৩৩৭০৫২.৫৮

কর্মচারি, প্রশাসন ও জনশক্তি :

আলোচ্য বছর করপোরেশন এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিক, কর্মচারি ও ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্ক সৌহার্দপূর্ণ ছিল। বার্ষিক মিলাদ মাহফিল, খেলাধূলা, বিচিত্রানুষ্ঠান, পিকনিক ও চিত্তবিনোদনমূলক অনুষ্ঠান যথারীতি পালিত হয়। স্বাভাবিক নিয়মে অবসর গ্রহণের ফলে জনবল পূর্ববর্তী বছর অপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় হ্রাস পায়। মাড়াই মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন ও অব্যাহত উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু রাখার স্বার্থে সাময়িকভাবে দৈনিক ভিত্তিতে কিছু জনবল নিয়োগ করা হয়। তবে সংশোধিত সেটআপ মোতাবেক জনবল সুষমকরণের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। জনবলের বিসত্মারিত তথ্য সংযোজনী-ট তে দেখানো হয়েছে।

২০১৩-২০১৪ সালে কর্মরত জনশক্তির পরিসংখ্যান নিমণরূপ:

বিবরণ	স্থায়ী			মৌসুমী		সাময়িক		মোট
	কর্মকর্তা	কর্মচারি	শ্রমিক	কর্মচারি	শ্রমিক	কর্মচারি	শ্রমিক	
চিনিকল ও অন্যান্য	৬৬৯	৪৯০৩	২৯৭৩	৩৪২৫	২২৬৫	৯১৩	৪৫২	১৫৬০০
সদর দপ্তর	১৮৫	১২৩	-	-	-	-	-	৩০৮
মোট	৮৫৪	৫০২৬	২৯৭৩	৩৪২৫	২২৬৫	৯১৩	৪৫২	১৫৯০৮

জনশক্তি উন্নয়ন

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে করপোরেশনের সদর দপ্তর ও অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারি ও শ্রমিকদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য করপোরেশনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অব্যাহত থাকে। আলোচ্য সময়ে মোট ৫৩৫(পাঁচশত পঁয়ত্রিশ) জন কর্মকর্তা, কর্মচারি, শ্রমিক ও আখচাষীদের বিভিন্ন চিনিকলের প্রশিক্ষণ চিনিকলের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে এবং দেশের বিভিন্ন খ্যাতনামা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যার পরিসংখ্যান নিমেণ উল্লেখ করা হলোঃ

১। দেশের অভ্যমত্মরে প্রশিক্ষণ :

ক) চিনিকলের ট্রেনিং কমপ্লেক্সে ও সদর দপ্তরের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ : ৪১৬ জন

খ) দেশের খ্যাতনামা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান : ১০৭ জন

২। বিদেশে প্রশিক্ষণ : ১২ জন

সর্বমোট : ৫৩৫ জন

উৎপাদন সহায়ক মালামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানিতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় :

করপোরেশনের চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে প্রয়োজনীয় উৎপাদন সহায়ক মালামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানির জন্য মিলের চাহিদা অনুযায়ী করপোরেশনের বাজেটে অর্থের সংস্থান রাখা হয়। উক্ত অর্থের সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার মালামাল আমদানি করা হয়। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যবহারের জন্য ১১৪১৮.৯৫ লক্ষ টাকার খুচরা যন্ত্রাংশ/কাঁচামাল আমদানি করা হয়।

বার্ষিক পরিকল্পনা

২০১৩-২০১৪ সালে এডিপিতে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের ৪(চার) **টি** প্রকল্প বাসত্মবায়নাধীন ছিল ।

উৎপন্ন দ্রব্যের মজুদ

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর শেষে উৎপাদিত পণ্যের মজুদসহ বিগত ৩ বছরের মজুদের পরিসংখ্যান সংযোজনী-ঞ তে দেখানো হল।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের উৎপাদনঃ

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রকৃত উৎপাদন এবং ২০১৪-২০১৫ সালের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নিমণরূপ:

উৎপাদিত পণ্যের নাম	একক	২০১৩-২০১৪ সালের প্রকৃত উৎপাদন	২০১৪-২০১৫ সালের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	২০১৩-২০১৪ সালের উৎপাদনের তুলনায় ২০১৪-২০১৫ সালের লক্ষ্যমাত্রার % হ্রাস(-)/ বৃদ্ধি(+) এর হার
চিনি	মে. টন	১২৮২৬৮.২০	১২৭০৫৫.০০	-০.৯৪
চিটাগুড়	মে. টন	৬৮৮৪০	৬৩৯৮৪.৫০	-৭.০৫
স্পিরিট ও অ্যালকোহল	লক্ষ প্রুফ লিটার	৪৬.৮৬	৫৬	১৯.৫০
ফরেন লিকার	লক্ষ প্রুফ লিটার	৯.১১	১০.৪৬	১৪.৮১
ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি	মে. টন	১০৫৫.২৬	১৩০০	২৩.১৯

আর্থিক অনুপাত

বিবরণ	সূত্র	বছর	
		২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪
১। লাভ-লোকসান পরিমাপক অনুপাত ক) ইকুইটির উপর লাভ/লোকসান এর হার	করপূর্ব লাভ/(লোকসান) ---------- ইকুইটি	(৩১১৮৯.১৬) ---------- = ১৭% (১৮৬৭৮৫.১৯)	(৫৭২৫৩.২৩) ---------- = ১৯.৬০% (২৯২০৪২.৭৭)
খ) সম্পদ আবর্তন	মোট রাজস্ব আয় ---------- মোট সম্পদ	৩৯৩৭৭.৬৭ ---------- = ০.৪৪ বার ৮৭৮৭০.১৭	৩৮৩৩৭.৬৯ ---------- = ০.২৯ বার ১৩০৩৯১.৮৪
গ) বিক্রয়ের উপর লাভ/ (লোকসান) এর হার	করপূর্ব লাভ/(লোকসান) ---------- নীট বিক্রয়	(৩১১৮৯.১১) ---------- = (৭৯%) ৩৯৩৭৭.৬৭	(৫৭৪৭২.৮২) ---------- = (১৫৫.৪০%) ৩৬৯৮২.৭৪
ঘ) সম্পদের উপার্জন ক্ষমতা	সম্পদ আবর্তন × বিক্রয়ের উপর লাভ/ লোকসানের হার (%)	০. ৪৪×(৭৯%) = (৩৪%)	০. ২৯×(১৪৯.৩৪%) = (৪৩.৩১%)
২। স্বচ্ছলতা পরিমাপক অনুপাত ঃ ক) চলতি অনুপাত	চলতি সম্পদ ---------- চলতি দায়	১২০৩৬৯.৯৪ ---------- = ঃ ০.৩৭০ঃ১ ৩২৪৫৯৯.০৮	১২০৩৭৮.৯০ ---------- = ০.৩১০ঃ১ ৩৮৬৯০০.৩৩
খ) তড়িৎ অনুপাত	চলতি সম্পদ -মজুদ-আগাম ব্যয় ---------- চলতি দায়	৪৫১৪৮.৪০ ---------- = ঃ ০.১৩০ঃ১ ৩২৪৫৯৯.০৮	২১৪৭৬ ---------- = ০.০৬০ঃ১ ৩৮৬৯০০.৩৩
গ) মজুদ আবর্তন	বিক্রিত মালের উৎপাদন ব্যয় ---------- উৎপাদিত মালের গড় মজুদ	৭০৫৬৬.৮৩ ---------- = ১.৩৯ বার ৫০৪১৩.৫৭	৯৫৫৯০.৯২ ---------- = ১.৩৫ বার ৭০৫৫৬.২৯
ঘ) চলতি মূলধন	চলতি সম্পদ - চলতি দায়	১২০৩৬৯.৯৪ - ৩২৪৫৯৯.০৮ = (২০৪২২৯.১)	১২০৩৭৮.৯০ - ৩৮৬৯০০.৩৩ = (২৬৬৫২১.৪৩)
ঙ) বিক্রয় ও চলতি মুলধনের	মোট বিক্রয়	৩৯৩৭৭.৬৭	৩৮৩৩৭.৬৯

অনুপাত	---------- চলতি মুলধন	---------- = (০.১৯)ঃ ১ (২০৪২২৯.১৪)	---------- = (০.১৪)ঃ ১ (২৬৬৫২১.৪৩)
চ) ডেবট ইকুইটি	ডেবট ---------- মোট ইকুইটি ও দায়	৩৬০৩০০.৫৯ ---------- = ২.৭৬ঃ ১ ১৩০৩৩৪.৬৭	৪২২৪৩৪.৬২ ---------- = ৩.২৪ ঃ ১ ১৩০৩৯১.৮৫